চ্যালেঞ্জসমূহ:

- পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক আবহাওয়া সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আরো আবহাওয়া সহিষ্ণু তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন;
- গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ে ইল্ড গ্যাপ হ্রাসকরণ;
- অগ্রাহায়ণী ও চৈতা বন্দে মাল্টি বাই হাইব্রিডের পরিবর্তে বাই-ভোল্টাইন হাইব্রিড জাতের পলুপালন প্রচলন;
- রেশম সুতার মান উন্নয়ন।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়:

- জনবলের অপ্রতুলতা নিরসনের লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রবিধানমালার আওতায় নিয়োগ-পদোন্নতি দেয়ার জন্য প্রশাসনিক আদেশের ব্যবস্থা করা;
- আবহাওয়া সহিষ্ণু তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের লক্ষে গবেষণাগারে ল্যাবরেটরীসমূহ আধুনিকায়ন ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা ;
- বিদ্যমান ল্যাবরেটরীসমূহ আধুনিকায়ন করা;
- মাঠ পর্যায়ে ইল্ড গ্যাপ হ্রাসকরণে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (বিএসডিবি) এর আওতাধীন এক্সটেনশন নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার পাশাপাশি রেশমচাষীদের স্ব-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনা করে কর্তনকৃত পিএসও পদ ২টি সহ অন্যান্য টেকনিক্যাল পদসমূহ সৃজনের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গবেষণা সক্ষমতা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে NARS ভুক্ত অনান্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অনান্য দেশের রেশম গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি গবেষণা শাখাকে বিভাগে রূপান্তর করে প্রতিটি বিভাগ এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক CSO, PSO, SSO, SOএবং টেকনিক্যাল পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

আঞ্চলিক ও জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় সমূহ:

i) উপ পরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজশাহী:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	রাজশাহী আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়টি রাজশাহীতে অবস্থিত। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক উন্নয়নে রেশম চাষ করে দেশকে রেশমে সমৃদ্ধ শালী করণসহ স্বনির্ভরতা অর্জন ও বেকার সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে এ কার্যালয় কাজ করে চলেছে।
২	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	রাজশাহী আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় এর অধীনে ৫টি কেন্দ্র অফিস রয়েছে: ক) i) পবা কেন্দ্র, ii) পুঠিয়া কেন্দ্র , iii) বাঘা কেন্দ্র iv) নাটোর কেন্দ্র ও v) নওগাঁ কেন্দ্র। এইসব অফিস হতে রেশম সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
		খ) বীজাগার- ৩টি i) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ii) মীরগঞ্জ iii) পি-৩কেন্দ্র, (রাজশাহী)
		গ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র -২টি (মীরগঞ্জ ও রাজশাহীতে অবস্থিত

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
৩	তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ	১,২০,০০০টি
৪	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৮৪,০০০টি
৫	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশমপল্লী -৩টি। নওগাঁ জেলার মান্দা ও মহাদেবপুর উপজেলায় অবস্থিত। প্রতি আইডিয়াল রেশম পল্লীতে ৭৫জন রেশমচাষী রয়েছে এবং প্রত্যেকের ৫ কাঠা জমিতে তুঁতগাছ রয়েছে। তিনটি রেশম পল্লীর চাষীদের ২২৫ টি পলুঘর প্রদান করা হয়েছে।
৬	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	২৬ টি তুঁত ব্লক রয়েছে।
৭	রেশম গুটি উৎপাদন	১০,৮৬৫ কেজি
৮	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৪২৪ কেজি (ফাইন- ১৮১.৫০কেজি এবং ডুপিয়ন সুতা- ১০১.০০ কেজি) ।
৯	ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁতচাষ	৫০ বিঘা
১০	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে বিএম- ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ জাতের উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। থাই-১, বিএম ১০ এবংবিএম-১১ জাতের তুঁতচারা আগামীতে চাষিদের সরবরাহ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকায় বিবি-২ জাতের সাথে বিএন (এম) জাতের ক্রস করে এফ-১ জাতের ডিম বসনীদের মাঝে দেওয়া হচ্ছে। SGMIM6/3 জাতের সাথে বিএন (এম) জাতের ক্রস করে এফ-১ জাতের ডিম ও বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
১১	মোটিভেশন কার্যক্রম	নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে রেশমচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
১২	প্রশিক্ষণ	১) তুঁতচারা রোপণ ও পরিচর্যা প্রশিক্ষণ- ২৫ জন । ২) পলু পালন প্রশিক্ষণ ১০০ জন
১৩	রেশম চাষীর সংখ্যা	৬৯৫ জন
১৪	বসনীর সংখ্যা	২৭৪ জন
১৫	তুঁতচারা রোপণ সহায়তা	১৪,২৫,০০০/-
১৬	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে ৩৮টি পলুঘর, ডালা-৭৬০টি, চন্দ্রকী-৭৬০টি, সুতার জাল-৭৬০টি এবং ঘড়াকাঠি-১০৫টি, বিনামূল্যে বিতরন করা হয় ।
১৭	পলুঘর সহায়তা প্রদান	৩৮,০০,০০০/-
১৮	রেশম কীটের জাত সংরক্ষণ	পি-৩ কেন্দ্রে ১৬ টি মাতৃজাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
১৯।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	রেশম বীজাগার-৩টি (পি১ পর্যায়ে-২টি এবং পি৩ পর্যায়ে-১টি। জমির পরিমান ২৪৯-০৩-০বিঘা। ৪টি বাণিজ্যিক বন্দে রেশম চাষীদের রোগমুক্ত ডিম সরবররাহ দেওয়ার লক্ষ্যে পি-১পর্যায়ের বীজাগার ২টিতে পলুপালন করে ডিম উৎপাদন করা হয়। পি-৩কেন্দ্রে রেশম কীটের মাতৃ-পিতৃজাত রক্ষনাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হয় এবং পি২ বীজাগার গুলোতে চাহিদা মোতাবেক DFLs সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
২০।	রেশম কীটের জাত সংরক্ষণ	পি-৩ কেন্দ্রে ১৬টি রেশম কীটের মাতৃ-পিতৃজাত রক্ষনাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হয়

ii) উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
০১	কার্যালয় /স্থাপনার পটভুমি/ ভুমিকা	বৃহত্তর রংপুর জেলায় রেশম চাষ সম্প্রসারণের ফলে ১৯৮৩ সালের রংপুর রিজিয়নের সুষ্টি হয়। বর্তমানে রংপুর রিজিয়নের সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের ব্যাপকতায় বগুড়া ও ঠাকুরগাঁও জোনও রয়েছে। অত্র রিজিয়নের সম্প্রসারণ এলাকায় উৎপাদিত রেশম গুটি ঠাকুরগাঁও ও অনেকাংশে রাজশাহী রেশম কারখানার কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে ।
০২	আওতাধীন অফিষ সংক্রান্ত তথ্য	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় এর অধিনে নিম্নবর্নিত অফিস রয়েছে: রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র অফিস -ক) ৭টি :- ১। রংপুর সদর সম্প্রসারণ কেন্দ্র, রংপুর ২। বড়বাড়ী রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, লালমনিরহাট ৩। সৈয়দপুর রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, নীলফামারী ৪। তারাগঞ্জ রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৫। ফুলবাড়ী রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৬। কুড়িগ্রাম রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৭। সুন্দরগঞ্জ রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা । খ) বীজাগার -১ টি, রংপুর রেশম বীজাগার, গ) চাকী পলুপালন সেন্টার ২টি :- আইড়খামার (লালমনিরহাট), সৈয়দপুর (নীলফামারী) ঘ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র- ১ টি, বড়বাড়ী (লালমনিরহাট)
০৩	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরন	২,৫২,০০০টি উৎপাদন
০৪	ফার্মিং সংক্রান্ত কার্যক্রম	সম্প্রসারণ এলাকায় ৫৩ বিঘা জমিতে তুঁতচারা রোপন করা হয়েছে ।
০৫	ডিম উৎপাদন ও বিতরন	উৎপাদন ৫৫,০০০ টি ও বিতরন ৫৫,০০০ টি
০৬	রেশম গুটির উৎপাদন	২৪,১৬৬ কেজি
০৭	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব ২,৫৪,৭৮,০০০/- টাকা ও উন্নয়ন ৪২,১২,৫০০/- টাকা
০৮	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে বি এম-১০ , বি এম-১১ জাতের উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগার উৎপাদিত উন্নতমানের এফ -১ জাতের ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
০৯	মোটিভেশন কার্যক্রম	নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে রেশমচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
১০	প্রশিক্ষণ	৪৩৫ জন (তুঁতচারা রোপন ও পরিচর্যা- ৭৫ জন , পলুপালন - ৩৫০ জন, কোকুন রিলিং-১০ জন)
১১	রেশম চাষীর সংখ্যা	২১২৩ জন

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১২	বসনী	৩০৮ জন
১৩	তুঁতচারা রোপন সহায়তা	ফার্মিং চাষীর রোপন সহায়তা বাবদ :- ২১,২৫,০০০/-
১৪	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদী সহায়তা	৮,১২,০০০/- টাকা
১৫	একটি বাড়ী একটি খামার সদস্যদের রেশম চাষে অন্তর্ভুক্তি করণ	৫৯৫ জন
১৬	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	প্রায় ৬,০০০ জন
১৭	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মুল কার্যক্রম	মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক তুঁতচারা এবং ডিম উৎপাদন ও বিতরণ করা হচ্ছে। মোট বাগানগুলির জমির পরিমান ১৪.৭৫ একর ২০২৩ - ২৪ অর্থ বছরে রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ–৫৫,০০০টি, রেশম ডিমের গুটি উৎপাদন ২৪,১৬৬ কেজি

iii) উপ পরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঢাকা:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ ভূমিকা	ঢাকা আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়টি ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাসা-৫/৪ (৩য় তলা), ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ এ অবস্থিত। এর আওতাধীন গাজীপুর ও কুমিল্লা ২টি জোনাল কার্যালয় রয়েছে। গ্রামীন দরীদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও দেশে রেশমের চাহিদা পুরনের লক্ষে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কাজ করে যাচ্ছে।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঢাকার অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র- ১টি-মানিকগঞ্জ
৩।	তুঁতচারা বিতরণ	৩১,০০০টি
৪।	ডিম বিতরণ	৩,০০০টি
৫।	রেশমগুটি উৎপাদন	১,০৮১ কেজি
৬।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	জোনাল কার্যালয়, গাজীপুর এ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ রয়েছে।
৭।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ ফলনশীল তুঁত গাছের (বিএম-৪, ৬, ৮, ৯, ১০ ও ১১) জাত রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের এফ-১ জাতের (এসজিএমআইএম ৬/৩, বিএসআর ৯৫/২২, বিএসআর ০২/০১, এফটিবি ও বিএন (এম) রেশম ডিম রেশম চাষীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
৮।	প্রশিক্ষন	৫০জন (তুতচাষ-২৫জন, পলুপালন-২৫জন)
৯।	ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ	১৫ বিঘা

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১০।	মোটিভেশন কার্যক্রম	চাষীদেরকে মোটিভেশনের মাধ্যমে তুঁতচাষ বৃদ্ধিসহ রেশম গুটি উৎপাদন ও রেশম পন্য বাজারজাত করন এর সুযোগ সৃষ্ঠিকরণ ইত্যাদি উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম জোরদার করণের মাধ্যমে এতদঞ্চলে রেশম চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটানো ও ফার্মিং পদ্ধতিতে তুতচাষ তথা রেশম চাষ বৃদ্ধি অব্যহত রয়েছে।
১১।	তুঁতচারা রোপন সহায়তা	৩৭৫০০০/- টাকা।
	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	পলুঘর- ১০,০০০০০/- টাকা সরঞ্জামাদি- ফার্মিং পদ্ধতির চাষী- ৩,৪৮০০০/- সাধারন চাষী- ২,৬১০০০/-
১২।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৪০জন
১৩।	বসনীর সংখ্যা	২৫জন
১৪।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৭৫ জন

iv) উপ পরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঝিনাইদহ:

ক্র : নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ ভূমিকা	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসাবে অত্র দক্ষিণ অঞ্চলের হত দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৮৩ সালে অত্র কার্যালয় স্থাপন করে। পরবর্তীতে নিজস্ব স্থাপনা হলিধানী রেশম বীজাগার ঝিনাইদহে ২০১৬ সালে কার্যালয়টি স্থানান্তর করে রেশম চাষ উন্নয়নের কার্যক্রম চালায়ে যাচ্ছে।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়,ঝিনাইদহ এর অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৬টি i) দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) ii) হলিধানী (ঝিনাইদহ) iii) আলোকদিয়া (চুয়াডাঙ্গা) iv) মহেশপুর (ঝিনাইদহ) v) মনিরামপুর (যশোর) vi) নড়াইল খ) বীজাগার- ১টি -ঝিনাইদহ গ)মিনিফিলেচার কেন্দ্র- ২টি i) ঝিনাইদহ ii) দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) গ) চাকি সেন্টার- ৩টি i) আলোকদিয়া (চুয়াডাঙ্গা) ii) দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) iii) মহেশপুর (ঝিনাইদহ)
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৩০,০০০টি
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৩৬,১০০টি
৫।	তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	২১টি
৬।	রেশম গুটি উৎপাদন	৮,০০০ কেজি

ক্র : নং	বিবরণ	তথ্যাদি
৭।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৯১.৮০০ কেজি (ফাইন সুতা ৮০.৮০০ কেজি ও ডুপিয়ন -১১.০০০কেজি)
৮।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব- ৭৭.২২ লাখ টাকা ও উন্নয়ন-৫৮.৫২ লাখ টাকা
৯।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশমকীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগারে উৎপাদিত উন্নতমানের এফ-১ জাতের ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
১০।	মোটিভেশন কার্যক্রম	নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে রেশমচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
১১।	প্রশিক্ষণ	৫০ জন
১২।	রেশম চাষীর সংখ্যা	১৪০ জন
১৩।	বসনীর সংখ্যা	৬৬ জন
১৪।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	পলুঘর-৫টি, ডালা- ৫৬০টি, চন্দ্রকী- ৫৬০টি ও সুতার জাল- ৫৬০টি ঘড়াকাঠি-৫৬টি।
১৫।	ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ	জমির পরিমাণ- ০৫ বিঘা।
১৬।	কর্ম সংস্থান সৃষ্টি	৫২০ জন
১৭।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূলকার্যক্রম	বীজাগার - ১টি, জমিরপরিমাণ- ৭১ বিঘা ১৪ কাঠা এবং চাষাবাদ যোগ্য- ৫৬ বিঘা। মুল কার্যক্রম- পি-১ পর্যায়ে ডিম উৎপাদন করা, বিভাগীয় ভাবে তুঁতচারা উৎপাদন ও সরবরাহ করা ও মিনিফিলেচার এ সুতা উৎপাদন।

v) উপ পরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাঙামাটি:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ ভূমিকা	পার্বত্য এলাকার গ্রামীন জনগোষ্ঠী জীবন-জীবিকার তাগিদে জুমচাষে অভ্যস্ত। পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানা মুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, বিশেষ কার্যাদি (কল্যান) বিভাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন মার্চ' ১৯৯১ইং এর আলোকে পার্বত্য এলাকায় রেশম চাষ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৯৩ সনে রাঙ্গামাটি জেলা শহরে আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র কার্যালয়টি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তিন পার্বত্য জেলায় রেশম চাষ সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও কটেজ রিলিং শিল্প স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করা। রেশম পোকা পালন, রেশম গুটি উৎপাদন ও রেশম সুতা আহরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে রেশম চাষে উদ্বুদ্ধ করণ করা।

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	রাঙ্গামাটি রিজিয়নের অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র–৬টি i) রাঙ্গামাটি সদর, ii) কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) iii) খাগড়াছড়ি সদর, iv) মাটিরাঙ্গা (খাগড়াছড়ি) v) বান্দরবান সদর vi) লামা (বান্দরবান), খ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র- লামা (বান্দরবান), গ) তুঁতবাগান- i) রুপসীপাড়া (বান্দরবান) ১.০০একর জমি ii) রেইচা ৫.০০ একর জমি
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	-
৪।	ডিম বিতরণ	৪৮,০০০টি।
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	রেশম পল্লী- ২টি, গাছবান আদর্শ রেশম পল্লী, (খাগড়াছড়ি) ও রুপসীপাড়া আদর্শ রেশম পল্লী, (বান্দরবান)
৬।	তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩২টি, (রাঙ্গামাটি- ৯টি, খাগড়াছড়ি - ১৭টি ও বান্দরবান- ৬টি)। প্রতিটি তুঁতব্লকে ৮০০টি তুঁতচারা রোপন করা হয়
৭।	রেশম গুটি উৎপাদন	১৪,৭৩১ কেজি।
৮।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	ফাইন সুতা- ২৬.৫০০ কেজি। ডুপিয়ন সুতা-১২.৫০০কেজি।
৯।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	জোনাল কার্যালয়, গাজীপুর এ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ রয়েছে।
১০।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল বিএম-১০ ও বিএম-১১ তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগারে উৎপাদিত উন্নত মানের এফ-১ জাতের (SGMIM ৬/৩ , বিএসআর ৯৫/২২,বিএন (এম) ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	নতুন সম্ভাবনাময় এলাকা গুলোতে পার্বত্য জেলা সমূহের জনসাধারণকে মোটিভেশনের মাধ্যমে রেশমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও স্বাবলম্বী করে তোলা। নতুন রেশম চাষী সৃষ্টি করে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও উৎপাদিত রেশম গুটি বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান এবং গ্রামীণ দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১২।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৩৭৯জন
১৩।	বসনীর সংখ্যা	২৭২জন
১৪।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	রেশম শিল্পের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে ব্যাপক প্রচার ও সম্প্রসারণ সহায়তা করে দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বেকার জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে।